Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ২৯ ডিসেম্বর , ২০১৪ ১৩ পৌষ , ১৪২১

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের জন্য হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিপাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ ডিসেম্বর : যাদবপুরকাণ্ড যেমন পিছু ছাড়ছে না উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীকে, তেমনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ, উন্নয়ন, দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার প্রশ্নও পিছু ছাড়ছে না উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকারের। এবার প্রশ্ন উঠেছে স্নাতক স্তরে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে। এখানেও উপাচার্যের যোগ্যতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

স্নাতক স্তরে পার্ট-২ পরীক্ষা দিয়েছিলো ৮০ হাজার পরীক্ষার্থী। এ্যাডমিট কার্ডে ব্যাপক ভুল ধরা পড়েছে। এছাড়া পার্ট-৩ ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট অনেক দেরিতে প্রকাশ হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৩০০-৪০০ ছাত্র-ছাত্রীর রেজাল্ট অসম্পূর্ণ এসেছে। পার্ট-২, পার্ট-৩ ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন, কর্তৃপক্ষের আযোগ্যতায় বছর নস্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়।

সূত্রের খবর, রেজাল্ট বিভ্রাট একেবারেই উপাচার্যের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য। দীর্ঘদিন যে নামী সংস্থা রেজাল্টের দায়িত্বে ছিল তাদেরকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনা ছাড়াই নতুন এক অনামি আউটসোর্সিং সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়াতেই এই বিপত্তি। আগের সংস্থাটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও কলকাতার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্ট বার করতো। হঠাৎ ২০১৪ সালে নতুন সংস্থাটিকে (উপাচার্যর ঘনিষ্ঠ) কাজ দেওয়ায় টেকনিক্যাল অসুবিধায় পড়ে। স্নাতক স্তরে পার্ট-১, পার্ট-২-র রেজাল্টের দায়িত্বে ছিল আগের সংস্থাটি। এখন নতুন সংস্থা দায়িত্ব নেওয়ার পর আগের সঙ্গে এখনের তাল গোল পেকে গেছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়েছে বিপাকে।

আরও সূত্রে জানা যায়, ল-কলেজের পরীক্ষা ছিল জানুয়ারিতে। সেই পরীক্ষা নাকি পিছিয়ে দেওয়া হয় কয়েকজন টি এম সি পি ছাত্রনেতার জন্য। তারা কেউ কেউ ছিল ব্যাক ক্যান্ডিডেট। রিভিউ করতে দেওয়ার নাম করে তাদের নাম্বার বাড়ানো হবে, পাস দেখিয়ে তাদেরকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে—তার জন্যই নাকি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া। এইভাবে উপাচার্য দলতন্ত্রকে মদত দিতে গিয়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। এইভাবে আইনের তোয়াক্কা না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সদস্যদের ঠুঁটো জগন্নাথ করে উপাচার্যর স্বৈরাচারী শাসন আর কত দিন? উত্তর সময়ের গর্ভে।

প্রয়াত অমিতাভ সিংহরায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৬ ডিসেম্বর : সি পি আই(এম) নেতা অমিতাভ সিংহরায় ৭৭ বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বোহারে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও তিন কন্যা বর্তমান।

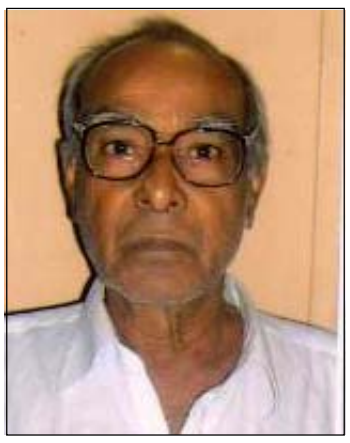

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসেন সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ ও জেলা সম্পাদক অমল হালদার এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মেমারি ২নং জোনাল কমিটির সম্পাদক তাপস চ্যাটার্জী সহ বহু মানুষও তাঁর মরদেহে মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

অমিতাভ সিংহরায় ১৯৫৭ সালে নদীয়ার কলেজে ছাত্রাবস্থায় বি পি এস এফ-র সঙ্গে যুক্ত হন এবং সি পি আই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হয়ে যাদবপুরে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে সাতগেছিয়া শ্রীধরপুর অবিনাশ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এই সময় তিনি বিনয় কোঙারের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৬৯ সালে শিক্ষক আন্দোলন করতে গিয়ে ১৫ দিন কারাগারে বন্দী থাকেন। ১৯৭১ সালে ৩ নভেম্বর কালনায় কংগ্রেসী দুষ্কৃতী ও পুলিশের যৌথ হামলা হয় চকবলরাম পল্লীতে। এইসময় প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। কলকাতায় আত্মগোপন করে যাদবপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

১৯৭৭ সালে তিনি এলাকায় ফিরে আসেন। ১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ১৫ বছর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে সাক্ষরতা আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমৃত্যু তিনি সি পি আই(এম) মেমারি-২ জোনাল কমিটির সদস্য হিসাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ থেকে জানুয়ারি, ২০০১ পর্যন্ত তিনি বর্ধমান জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ছিলেন।

প্রয়াত নেতার মরদেহ বয়েজ ও গার্লস স্কুলে নিয়ে যাবার পর শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সহ অনেকেই শ্রদ্ধা জানান। সাতগেছিয়াতে মেমারি-২ জোনাল কমিটিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান গণ আন্দোলনের নেতা দেবকী ঘোষ, সুকান্ত কোঙার, সমর ঘোষ, চৌধুরী মহম্মদ হেদায়াতুল্লাহ, সাইদুল হক, নেত্রী মহারানী কোঙার, ভারতী ঘোষাল সহ মেমারি-১, মেমারি-২ ও সদর জোনালের নেতৃবৃন্দ। এদিনই তাঁর মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দান করা হয়।

কোল্ড স্টোরেজ শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৩ ডিসেম্বর : বর্ধমান জেলা কোল্ড স্টোরেজ শ্রমিক ইউনিয়ন-এর জেলা কনভেনশন মেমারি সি পি আই(এম) দপ্তরের সভাকক্ষে ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন পরেশ দে। বক্তব্য রাখেন তাপস চ্যাটার্জী। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সুকান্ত কোঙার। কনভেনশনে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৯২ জন হিমঘর শ্রমিক হাজির হন। আলোচনায় উঠে আসে যে জেলায় বেশিরভাগ হিমঘরের কর্মীরা সময় মতো বেতন পাচ্ছেন না। জেলায় এমনও হিমঘর আছে যেখানে শ্রমিকরা তিন মাস চারমাস পরে বেতন পাচ্ছেন। শ্রমিকরা অবসর গ্রহণের পরও তাদের প্রাপ্য গ্রাচুইটি সহ অন্যান্য অর্থ ঠিকমতো পাচ্ছেন না। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে হিমঘর মালিকরা উৎসাহিত হয়েছেন। এরফলে তারা শ্রমিকদের জন্য যে টুকু শ্রম আইন ছিল তাও আর মানছেন না। তাই শ্রম আইনকে তোয়াক্কা না করে মুখের কথায় স্থায়ী কর্মীকে ছাঁটাই করতেও পিছু পা হচ্ছেন না। তাই সংগঠন, মালিকদের এই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ও সাথে আইনি আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত আজকের কনভেনশনে গ্রহণ করে।

কনভেনশনের সমাপ্তি ভাষণে সুকান্ত কোঙার বলেন, হিমঘর মালিকরা হিমঘর শ্রমিকদের উপর যে আক্রমণ নামিয়ে আনছেন, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

শুরু হলো বর্ধমান লালন উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ ডিসেম্বর : বর্ধমান লালন উৎসবে বাংলার 'আউল-বাউল-দরবেশ সাঁই' -এর মধুর ধ্বনিতে মুখরিত হলো শহর বর্ধমান। এদিন বড়নলীপুর মিলন সংঘের মাঠে পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স নিবেদিত সর্বপ্রথম বর্ধমান শহরে ৪দিন ব্যাপী লালন উৎসব শুরু হলো। চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উৎসবের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক উৎপল বিশ্বাস। পি সি চন্দ্র গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার সৌমশঙ্কর চ্যাটার্জী প্রদীপ প্রজ্বলন করে বর্ধমান লালন উৎসবের সূচনা করেন। এ রাজ্যের শিল্পীদের সাথে সাথে ওপার বাংলার, বাংলাদেশের লোকশিল্পীরাও অংশ নেবেন এই উৎসবে। সম্প্রীতির বর্ধমানে এক মঞ্চে দুই বাংলার মেল বন্ধন ঘটবে। এই উৎসবে এদেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীদের সাথে সাথে বর্ধমান, নদীয়া, বোলপুর, বীরভূম, কলকাতা ছাড়াও সুদূর আসাম থেকে শিল্পীরাও তাদের নিজস্ব আঙ্গিকে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। ফকিরী, ভাটিয়ালী, বাউল, পালাকীর্ত্তন, শ্যামাসঙ্গীত, সুফি, সহজিয়া, সহ বিভিন্ন লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হবে।

মহাদেবপুরের বাঁশ শিল্প আজও বেঁচে আছে

আলেক সেখ : পরম্পরা বনাম আধুনিকতা। সুন্দর রঙবেরঙের মোড়কের সঙ্গে খসখসে এবড়ো-খেবড়ো সামগ্রী। উন্নত প্রযুক্তি ও সামাজিক শ্রমে নির্মিত ঝকঝকে শিল্পদ্রব্য বনাম হস্তশিল্পী কারিগরের শ্রম ও শিল্প সুষমায় সজ্জিত গৃহস্থালীর নানান সরঞ্জামের অসম প্রতিযোগিতা। সবদিক থেকে অসম লড়াই। টিকে থাকাই যেখানে কঠিন। সেই কঠিন-কঠিনতর লড়াইকে উপেক্ষা করে পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন শতখানেক পরিবার। যাঁরা আদতে শিল্পী, কারিগর-পূর্বস্থলী ২ ব্লকের মুকসিমপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাদেবপুর গ্রামের। গ্রামটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল গ্রামটির নাম মহাদেবপুর হলেও, গ্রামে ৯৫ শতাংশ মুসলিম জনের বাস। বাকি ৫ শতাংশ হলেন বাঁশ শিল্পের সাথে যুক্ত তপশীল জাতিভুক্ত মানুষ। এই মানুষগুলি বংশ পরম্পরায় বাঁশ শিল্পকে আঁকড়ে আছেন সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ থেকেই। বাঁশের গৃহস্থালী সরঞ্জাম তৈরি তাঁদের জীবিকার উপাদান। ঝুড়ি, কুলো, চালুনী, ডালা-ডালী সহ নানান সরঞ্জাম যা আমাদের গ্রাম্য বা নগর জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী। তবে আজ পেট্রো রাসায়নে নির্ভর শিল্পের নির্মিত নিত্য-নৈমত্তিক ব্যবহারের প্লাস্টিক সরঞ্জাম ঘরে-ঘরে ঢুকে গেছে গ্রাম থেকে শহরে। এগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তা দৃষ্টিনন্দন ও রঙচঙে ও সহজলভ্য। অথচ এই বাঁশের সামগ্রী যথেষ্ট মজবুত, টেকসই ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন। প্লাস্টিক বা ফাইবারের সরঞ্জাম যদি উন্নতমানের না হয়, তাহলে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে যা শরীরে নানান রোগ যন্ত্রণার জন্ম দিতে পারে। বাঁশের এই সরঞ্জামগুলি সেদিক থেকে বিপদমুক্ত। কিন্তু এই কারিগর , শিল্পীদের নির্মিত বাঁশের সরঞ্জাম সেভাবে বাজারে নেই। সরকারেরও নজর নেই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের প্রতি। বিপণন উদ্যোগেও খামতি আছে। বিক্রি হয় গ্রামীণ মেলায় অথবা সরকারি হস্তশিল্প মেলায়।

এই বিষয়ে রাজ্য কুটির শিল্পীমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া সবলা মেলায় বিক্রির সুযোগ আছে, সেখানে ৭৫ টাকা দৈনিক ভাতাও পাবেন। কিন্তু মহাদেবপুরের এইসব কারিগররা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাঁরা টিকে থাকছেন তাঁদের গতরের জোরেই।

একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৭ ডিসেম্বর : মেমারির কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল ২৭ ডিসেম্বর। বিষয় 'ভারতের বর্তমান আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপদ'। আলোচক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রণব চট্টোপাধ্যায়। উদ্যোক্তা ছিল ১২ জুলাই কমিটি ও অন্যান্য প্রগতিশীল সংগঠন। শ্রী চট্টোপাধ্যায় বিষয়টির গভীরে গিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা উপহার দেন হলভর্তি শ্রোতাদের। তিনি বলেন, দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের পরিকল্পিত প্রয়াস, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভয়ানক বিপদ তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও রাজ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে সাহায্য করছে। জনগণের ঐক্য গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করার আহ্বান জানান শ্রী চট্টোপাধ্যায়।

নতুন চিঠি'র শুভেচ্ছা

'নতুন চিঠি' ৩৭ পেরিয়ে ৩৮ বছরে পদার্পণ করছে। বর্ষও বিদায় নিচ্ছে। গ্রাহক-পাঠক-শুভানুধ্যায়ী-বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্রিকা পরিবার জানাচ্ছে ইংরেজি নববর্ষের আগাম শুভকামনা।

নতুন চিঠি

২৯ ডিসেম্বর, ২০১৪

কোন পথে ভারত?

আর একটি বছরের অন্তিম লগ্নে আমরা। শীতও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। উদারনীতির উদার কনকনে হাওয়া বইছে দেশ জুড়ে। বিদায়ী বছরে সংসদে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ জোট। যদিও এন. ডি. এ সরকার বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে মোদি সরকার। মোদি যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে অবতার হিসাবে অবতীর্ণ হয়ে ভারত ও ভারতবাসীর অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সহ সমস্ত মৌলিক সমস্যার সমাধান করে দেবেন কোন এক জাদুমন্ত্রে। এমনই প্রচার দেশেজোড়া তামাম মিডিয়ায়। অথচ উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ বিশ্বায়নের নীতি-অনুসৃত ভারতীয় অর্থনীতির গতিকে তীব্র থেকে তীব্রতর করা হচ্ছে। রাষ্ট্র বা সরকারকে নয়, দেশের ১২০ কোটি মানুষের ভবিষ্যতকে বাজারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে হচ্ছে তীব্র গতিতে। ভারতীয় জনমানসের আত্মত্যাগে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, লাভজনক রত্নের সংস্থাগুলিকে ক্রমে বিলগ্নি করা হচ্ছে। সেল, ও এন. জি. সি সহ সমস্ত লাভজনক সংস্থার শেয়ার বিক্রি করা হচ্ছে, তারা যা রাজস্ব দেয় তার চেয়ে অনেক কম দামে। সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যকেই বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। জনজীবনে এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। ইতিহাস শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে সমাজজীবনের সবক্ষেত্রেই গৈরিকীকরণের প্রয়াস চলছে। যদিও ধর্মান্তরণের প্রশ্নে সংসদে সমালোচনার পর সরকার কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সরকারের মস্তিষ্ক সংঘ পরিবার রাস টানবে না বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদি যে প্রতিশ্রুতিগুলি জনগণের সামনে উত্থাপিত করেছিলেন তার কী হবে? এই ছ'মাসে তার কোনো ইঙ্গিত নেই। সুদিন আসছে—গালভরা শ্লোগান কি ক্রমে মানুষের দুর্দিনের দিন গোনাবে?

দেশের সৌহার্দ্য ও সম্পীতিও আজ বিপন্ন। ৫০০-রও বেশি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় প্রায় শতাধিক মানুষের জীবনহানি হয়েছে। দেশ-বিরোধী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির তৎপরতা বাড়ছে। সম্প্রতি আসামের ঘটনা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এরপরও কোন সুদিনের স্বপ্ন দেখবেন দেশবাসী?

জেলমুক্ত প্রদীপ সাহার সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৪ ডিসেম্বর : মিথ্যা মামলা থেকে বেকসুর খালাস সি পি আই(এম) নেতা ও শিক্ষক প্রদীপ সাহাকে গণ-সংবর্ধনা দিল সি পি আই(এম)-এর নীমদহ ও পীলা শাখা। পাটুলি স্টেশন বাজার ও ছাতনী মোড়ে এইসভা দুটি অনুষ্ঠিত হয়। সভাদুটিতে বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সদস্য বিন কাসেম সেখ, কৃষক নেতা প্রদীপ মুখার্জী, রহমান সেখ প্রমুখ। খুনের একটি সাজানো মামলায় প্রদীপ সাহা প্রায় তিন বছর জেলে থাকার পর নবদ্বীপ আদালত থেকে বেকসুর খালাস হন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
২. প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী নাইনথ সিম্ফোনির সৃষ্টিকর্তা লুডইউগ ভ্যান বেঠোফেন কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে?
৩. জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিদকে তোজোর কবে ফাঁসি হয়? জন্ম কবে?
৪. প্রখ্যাত পর্যটক ও দেশ আবিষ্কারক ভাস্কো-দা-গামা কবে কোথায় প্রয়াত হন? কবে তিনি প্রথম ভারতে এসেছিলেন?
৫. কবে মাত্র ১০ পাউন্ড জমা না দিতে পারায় শ্রী অরবিন্দ ঘোষের আই সি এস পরীক্ষায় বসা হয়নি?
৬. সাপ্তাহিক লাঙ্গল পত্রিকা প্রথম কবে প্রকাশিত হয়? পরিচালনায় কে ছিলেন? সম্পাদক কে ছিলেন?
৭. কবে স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীর অনতিদূরে সমুদ্রের মধ্যে একটি শিলায় ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন? এখন সেই শিলার কী নাম?
৮. প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা, চীন দেশের রূপকার মাও-সে-তুং কবে জন্মান? কবে মৃত্যু?
৯. কবে সুনামির জলোচ্ছ্বাসে সুমাত্রা সমুদ্রের ভূমিকম্পে এশিয়ার ১১টি দেশের ১,৮৫,৪৩৪ জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল?
১০. প্রখ্যাত উর্দু কবি মির্জা আসাদুল্লা খাঁ গালিব কোথায় কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
১১. কবে জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালানোর মূল অপরাধী মাইকেল ও ডায়ারকে হত্যা করেন বিপ্লবী উধম সিং সর্দার? কবে তাঁর জন্ম? কবে তিনি শহিদ হন?
১২. বর্ধমানের রাজা তিলক চন্দ-র সঙ্গে ইংরেজদের দামোদরের তীরে কবে যুদ্ধ হয়? কতজন রাজসৈন্য ও ইংরেজ সৈন্য নিহত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বর্ষশেষ—পাঁক এবং পদ্ম

সুনামী গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার কথা বলেই এ লেখার শুরু। ইংরেজি সাল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ শেষ হওয়ার মুখে। 'বর্ষ হয়ে আসে শেষ / দিন হয়ে এল সমাপন।' তবু পুরাতন ক্লান্ত বরষের সর্বশেষ গান গাইতে আর ইচ্ছে করে না। অনাঘ্রত অপাপবিদ্ধ ফুলের মতো যে শিশুরা, কিশোর-কিশোরীরা ঝরে গেল পেশোয়ারের বীভৎস তালিবানি আক্রমণে, সারা দুনিয়া জুড়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস শিশু-যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবন কেড়ে নিয়ে যে উল্লাসে উন্মত্ততায় শীতের হিমেল বাতাসকেও হার মানাচ্ছে, সেই সব স্মৃতি কি কেবল শোক-পালনে মোমবাতি জ্বালিয়ে নীরব ধিক্কারেই মুছে যাবে? প্রতিবাদ-প্রতিরোধে কেন মানুষ পথে নামবে না। কেন শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের কলম-তুলি-কণ্ঠ এক আশ্চর্য জরাগ্রস্ত নীরবতায় মূক ও বধির হয়ে থাকবে—এমনতর হাজারো প্রশ্ন উঠছে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের সালতামামির হিসেব-নিকেশে।

আসছে বড়দিনের উৎসব-মাতন। শপিং-মল, পানশালা, চিড়িয়াখায় ভিড় জমতেই থাকবে এবং কুৎসিত সম্ভোগের ক্লেদ মেখে, অপজাত নাচ-গানের আয়োজনে ভরপুর থেকে 'এ সব ছোট্ট ঘটনা, গায়ে মাখার দরকার নেই' এই জাতীয় মনোভঙ্গিতে বিশ্বচরাচরের তাবৎ-বৃত্তান্ত নিরর্থক বলে উড়িয়ে দেওয়া হবে বিষাদ গাথার মানবিক অনুভূতিকে। এভাবেই বর্ষ শেষ হয়ে যাবে। গরিব-গুর্বো কিষাণের আত্মহনন, কাজ হারানো সর্বরিক্ত কারখানার মজুরদের জীবন-যন্ত্রণা, চাকরি না পেয়ে প্রতিশ্রুতির ললিপপে প্রবঞ্চিত বেকার যুবক-যুবতী, অনাদৃত শিশুরা কিংবা বার্ধক্যের বলিরেখা-দীর্ণ অসহায় বুভুক্ষু মানুষগুলির মুখ, -এ সবের কথা ভাববার সময় কোথায়?

এই সময়ের সান্তা ক্লজরা মানুষকে কি উপহার দেবেন, জানা নেই। বহুঘোষিত 'আচ্ছে দিন' নতুন বছরে আসবে কীভাবে, তারও রেখাচিত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। মানুষকে বোকা-বানানোর বিজ্ঞাপনে ভরে যাচ্ছে প্রচার-মাধ্যমের অজস্র কৃৎ-কৌশলের প্রযুক্তি নিলয়। কিন্তু কবির (শঙ্খ ঘোষের) কবিতার পংক্তিকে একটু বদল করে বলতে ইচ্ছে করছে—'মানুষের মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।' এই কপটতার মুখোশ কি ছিন্ন ভিন্ন করে রূঢ় বাস্তবের কঠিন সত্যের মুখ প্রকাশিত হবে?'

'সংশয় হতে সত্যসদনে' পৌঁছানোর যে দুর্গম পথ, সেখানে যাঁরা অভিযাত্রী-এই বিপন্ন সময়ে, বর্ষশেষে তাঁদের কোন্ বার্তা তুলে ধরবেন দুনিয়াদারির মুরুব্বিরা?

এ রাজ্যের শুধু নয়, আমাদের দেশে সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাবনার ইঙ্গিত আমরা পেয়ে গেছি। বিপুল আসন-সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসেবে বিরোধীদের তুলনায় অনেক অনেক কম জনসমর্থন নিয়ে, কর্পোরেট জগতের মহাপ্রভুদের আশীর্বাদধন্য নরেন্দ্র মোদীর সরকার কেন্দ্রের ক্ষমতায় ক্ষমতাধর হয়েছেন। তাদের দস্তানার আড়াল থেকে বাঘনখ বেরিয়ে এসেছে। সাময়িক ভাবে কিছু মানুষের মোহ বাড়ছে বটে, কিন্তু আম-জনতার দুর্গতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। রাঘব-বোয়াল, হাঙর, কুমীর-কামটদের খাল কেটে ঢোকানোর সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন। অপশক্তির সংকেতে এবং নির্দেশে ইসলামিক মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে হিন্দু মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা একে অপরকে টেক্কা দিয়ে অস্থির করে তুলছে এ দেশের বহুলালিত মানবতার সকল বাতাবরণ।

মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করার কাজে শোষকশ্রেণিগুলি বরাবরই নানা ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে থাকে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে মদত দেওয়ার কাজে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ফিনান্স-ক্যাপিটালের মালিক রথী-মহারথীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে এ দেশের বুকে। কেবল এ দেশই নয়, প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলিতেও তাদের নেকড়ের লালসার মতো নানা ফিকির-ফন্দির নমুনা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে। অনেক ঐতিহ্যের কথা বললেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শ্রেণিগত অবস্থান শোষকদেরই লালন করে এসেছে। বি.জে.পি বা ভা. জ. পার (লালুপ্রসাদের ভাষায় ভারত জ্বালাও পার্টি) শ্রেণিগত অবস্থান যে বরাবরই শোষিত বঞ্চিত মানুষের বিরুদ্ধে, এ কথা ও দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। আর আমাদের রাজ্যের তৃণমূলিরা বাইরে যতই উন্নয়ন এবং চকচকে কথার ক্যানেস্তারা বাজাক না কেন, দিল্লিতে এবং এ রাজ্যে তাদের নাটুকেপনার রহস্য মানুষ বুঝে নিয়েছে। এই রহস্যের কিনারা করার জন্যে কোনও সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর প্রয়োজন নেই। যারা ঘাম ঝরায় মাঠে-ময়দানে কলে-কারখানায়, কিংবা মেধা-শ্রমে সেবা-পরিষেবা দিয়ে যাদের ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়, তারা এই সরকার আর দলের ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা-নাচের প্রবাদটিকে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। পশ্চিমবাংলায় বি.জে.পি-র বিরুদ্ধে কুস্তি আর দিল্লিতে সেই দল ও সরকারের কাছে হ্যাংলাপনায় দোস্তির বিচিত্র লীলা আমরা দেখতে পাচ্ছি। মোদী-ভাই-দিদি-ভাই এই সমীকরণের মধ্য দিয়ে দেশের আমজনতার মধ্যে প্রবল সংশয় ও আশঙ্কা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

কলকাতায় মন্ত্রীপ্রবর মদন মিত্রকে নিয়ে সমস্ত চিত্রনাট্যের আপাত-যাবনিকার আভাস পেলেও কেউটের ভ্যাঁকেরা সুযোগ পেলেই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে। এ রাজ্যে গণতন্ত্র বলতে প্রচলিত সংজ্ঞাকে বদল করে বলা যায়—Goverment of the criminals, by the criminals and for the criminals. রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতা-বিভাজনের যত কথাই বলা হোক্ না কেন, ফ্যাসিস্ট ভাবধারার সঞ্চালিকা সর্বেশ্বরী সে সব তোয়াক্কা করেন না। বরং অত্যন্ত নিকৃষ্ট রুচির কথাবার্তায় দলদাসেরা উজ্জীবিত হয়ে যেন কালীঘাটের চরণামৃত পান করে ধন্য ধন্য, সাধু সাধু বলে শিবারবে মুখরিত। ইতোমধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের পাণ্ডায় কোলকাতায় সমাবেশ করে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন। আর. এস. এস. প্রধান মোহন ভাগবৎ আর ভি এইচ পি-র প্রধান প্রবীণ তোগাড়িয়া গরল উদগীরণের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। এই উন্মত্ততার অভিমুখ একটাই। তা হল মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি, সমস্ত সুস্থতা ও সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা। নরক-গুলজারের এই উৎকট হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের আস্ফালনের একটা দীর্ঘ পশ্চাদ্‌পট রয়েছে। এই রাজ্যের সরকার ও তার দলের অনুসৃত কাজই এই অপশক্তিকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। সি পি আই(এম) নেতা এবং সাংসদ মহম্মদ সেলিম যথার্থই বলেছেন—তৃণমূলের পাঁকেই পদ্ম ফুটছে। মোদি ভাই দিদি ভাইয়ের এই হল লীলা।

চিত্র মন্দিরের ৩৮ বছর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ ডিসেম্বর : 'চিত্র মন্দির' শুধু শিল্পী সৃষ্টি করে না; চেষ্টা করে এমন শিল্পী তৈরি হোক যাদের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় যথার্থ মানুষ। 'চিত্রমন্দির' শিশুদের ছবি আঁকা ও শেখার প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের যথার্থ শিক্ষক সমর মুখোপাধ্যায়। এই প্রতিষ্ঠানের জনক বিশিষ্ট চিকিৎসক শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী। রানিসায়ার পশ্চিমপাড়ে বর্ধমান নার্সিংহোমের নিচে ক্লাস ঘরে ৩৮ বছর ধরে চলে আসছে 'চিত্রমন্দিরের' শিক্ষণ প্রক্রিয়া। ডা. শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বর্ধমান আর্ট কলেজ নামে প্রতিষ্ঠান সর্বাগ্রে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। কিন্তু নানা কারণে তা প্রায় অঙ্কুরেই বিনিষ্ট হয়।

চিত্রমন্দিরের পথচলা শুরু ১৯৭৬ সালে। ছবি আঁকার স্কুলের শিক্ষক শিল্পী সমর মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় বহু ছাত্র-ছাত্রী চিত্র শিল্পে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এবং বিদেশের বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

২৫ ডিসেম্বর ডা. শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জীর প্রতিষ্ঠিত ছবি আঁকার স্কুল 'চিত্র মন্দিরের' ছবির মেলার উদ্বোধন করেন এডভোকেট গোলোকবিহারী ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক শিল্পী সমর মুখোপাধ্যায়, স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা, প্রণব ভট্টচার্য, সুপর্ণা ঘোষ প্রমুখ। কবিতা পাঠ ও গানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। চিত্র মন্দিরের ছোট ছোট শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের ১৫০টি ছবি প্রদর্শণীতে স্থান পায়। এছাড়াও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০টি ছবি এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছবির মেলা প্রদর্শণী চলে।

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভগ্নাবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৭ ডিসম্বের : গ্রামীণ গঞ্জ থেকে ক্রমেই শহরে রূপান্তরিত হয়েছে গুসকরা। নাগরিক জীবনের চাহিদাপোযোগি গড়ে উঠেছিল একের পর এক পরিকাঠামো। এমনই এক সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র হল বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হল। জেলা পরিষদ, পুরসভা ও সরকারের সম্মিলিত প্রয়াসের এক অন্যতম নিদর্শন। রাজ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, চলচ্চিত্র প্রদর্শণী সমস্ত ব্যবস্থাই আছে এই প্রেক্ষাগৃহে। কিন্তু দেখভাল, পরিচর্যার অভাবে এটি কৌলিন্য হারাতে বসেছে। পলেস্তরা ছেড়ে পড়ছে। ২০০৮ সাল থেকে পুরবোর্ড পরিচালনায় বসেছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রেক্ষাগৃহের দেখভালের দায়িত্ব পুরসভার। এলাকাবাসীর দাবি হল নজর দিক পুরসভা।

ফিরে দেখা ২০১৪

সংকলন : কাজী আব্দুল করিম

▶ **১ জানুয়ারি :** বহু প্রতীক্ষিত লোকপাল বিলে সই করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, ফলে এটি আইনে পরিণত হয়।

▶ **৩ জানুয়ারি :** প্রধানমন্ত্রী মহমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেষ সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

▶ **৫ জানুয়ারি :** শ্রী হরিকোটা সতীশ ধাওয়ান স্পেস থেকে রকেট জি এস এল ভি-ডি ৫ নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে যায়।

▶ **৫ জানুয়ারি :** ভারতের সবচেয়ে বড় জাহাজ 'বিমানবহনে সক্ষম আই এন এস বিক্রমাদিত্য' (২৮৪ মিটার দীর্ঘ - ৬০ মিটার উচ্চ) আরব সাগরে নামানো হয়। এটি রাশিয়ায় তৈরি হয়।

▶ **১২ জানুয়ারি :** আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে টানা ২ বার (মোট তিনবার) প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেন।

▶ **২২ জানুয়ারি :** দক্ষিণ আফ্রিকার কালিনান খনি থেকে ২৬ ক্যারাটেরও বেশি ওজনের একটি নীল হীরে পাওয়া যায়। দাম লক্ষাধিক মার্কিন ডলার।

▶ **১৪ জানুয়ারি :** ফুটবলের বর্ষসেরা মুকুট 'ব্যালন দ্য অব দ্য গোল্ডেন বল' খেতাব জয় করেন পর্তুগীজ ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

▶ **১৭ জানুয়ারি :** কিংবদন্তি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন প্রয়াত হন। জন্ম ৬-৪-১৯৩১।

▶ **২১ জানুয়ারি :** ক্ষমাভিক্ষার প্রার্থনা নিয়ে সিদ্ধান্ত তৈরি হলে ফাঁসি মকুব হতে পারে বলে রায় দেয় সুপ্রিমকোর্ট। এই কারণে বীরাপ্পনের ৪ সহযোগী সহ ১৫ জনের ফাঁসির আদেশ মকুব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় সুপ্রিমকোর্ট।

▶ **২৮ জানুয়ারি :** প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী (উইশ্যাল ওভারকাম ... খ্যাত) পিট সিগার (৯৪) প্রয়াত হন।

▶ **২৯ জানুয়ারি :** ভেনেজুয়েলার জুলিয়া প্রদেশে ঘন্টার ৩৬০০ বার বজ্রপাত ঘটে যা আগে ঘটেনি।

▶ **২ ফেব্রুয়ারি :** ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয় ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি মাউন্ট সিনাবুং থেকে। সে দিনই ১৬ জনের মৃত্যু হয়।

▶ **৪ ফেব্রুয়ারি :** 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত হন ক্রিকেটার সচিন তেণ্ডুলকর এবং বিজ্ঞানী চিন্তামনি নাগেসা রামাচন্দ্র রাও। পদক তুলে দেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।

▶ **৪ ফেব্রুয়ারি :** দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর সমুদ্র সৈকতে ৪০০টি ডলফিনের মৃতদেহ পাওয়া যায় যা পরিবেশবীদদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

▶ **৮ ফেব্রুয়ারি :** বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী জগজিৎ সিং স্মরণে ডাক টিকিট প্রকাশিত হয়।

▶ **১০ ফেব্রুয়ারি :** নেপালের প্রধানমন্ত্রী হন সুশীল কৈরালা (৭৪)।

▶ **১৪ ফেব্রুয়ারি :** ইন্দোনেশিয়ার জাভাদ্বীপে মাউন্ট কেলুদ আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে। গোটা এলাকা লাভামিশ্রিত ছাইয়ে ঢেকে যায়।

▶ **১৫ ফেব্রুয়ারি :** গ্রিসের সেফালোনিয়া দ্বীপ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে।

▶ **১৬ ফেব্রুয়ারি :** নেপালের পোখরা থেকে জুমলা যাওয়ার পথে বিমান ভেঙে পড়লে ১৮ জনের মৃত্যু ঘটে।

▶ **১৭ ফেব্রুয়ারি :** ২৩ জন পাক সেনার মাথা কেটে নেয় তালিবান জঙ্গিরা।

▶ **১৮ ফেব্রুয়ারি :** প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীর ৩ জন হত্যাকারীর ফাঁসি মকুব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

▶ **২০ ফেব্রুয়ারি :** লোকসভার পর রাজ্য সভাতেও গৃহীত হয় তেলেঙ্গানা স্বতন্ত্র রাজ্যবিল। ফলে ২৯তম রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হবে তেলেঙ্গানা রাজ্য।

▶ **২২ ফেব্রুয়ারি :** ইতালির প্রধানমন্ত্রী হন মাত্তেয়ো রেঞ্জি। বয়স ৩৯।

▶ **২৫ ফেব্রুয়ারি :** সাহারা প্রধান সুব্রত রায়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে সুপ্রিম কোর্ট। ২৮ ফেব্রুয়ারির অত্মসমর্পণ করেন সুব্রত রায়।

▶ **২৫ ফেব্রুয়ারি :** বিশ্বের দ্রুততম গাড়ি তৈরি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'হেনেসির ভেনম জিটি'-তে। গতি ঘন্টায় ৪৩৫ কিমি।

▶ **২ মার্চ :** পশ্চিমবঙ্গের সব সরকারি ও সরকার পোষিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে ফর্ম পূরণ হবে অনলাইনে, এই মর্মে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

▶ **৩ মার্চ :** দিল্লিতে আবার ট্রাম চলবে সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৬৪ সালে ট্রাম বন্ধ হয়েছিল। প্রথম ট্রাম চালু হয় ৬-৩-১৯০৮ সালে।

▶ **৮ মার্চ :** মালয়েশিয়ার বিমান ৩৭০ কুয়ালালামপুর থেকে ৩২৯ জন যাত্রী নিয়ে যাত্রা করে পথে নিখোঁজ হয়ে যায়।

▶ **১৩ মার্চ :** নির্ভয়া কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত ৪ অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে দিল্লি হাইকোর্ট।

▶ **২০ মার্চ :** বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক খুসবন্ত সিং (৯৯) প্রয়াত হন।

▶ **২৫ মার্চ :** বিশিষ্ট অভিনেত্রী নন্দা (৭৫) প্রয়াত হন।

▶ **২৭ মার্চ :** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানায় ভারত পোলিও মুক্ত দেশ। পোলিওমুক্ত দেশের তালিকায় যুক্ত হয় ভারত।

▶ **১ এপ্রিল :** ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী হন মানুয়েল ভাল্‌স।

▶ **২ এপ্রিল :** চিলিতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে (রে. স্কেল ৮.২) প্রচুর ক্ষতি হয়। মৃত্যু শতাধিক।

▶ **৯ এপ্রিল :** ভারতের রেল মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয় অরুনাচল প্রদেশ।

▶ **১৪ এপ্রিল :** নাইজেরিয়ায় ২৭৬ জন ছাত্রীকে বোর্ডিং থেকে জঙ্গিরা (বোকা হারাম) অপহরণ করে। বিশ্বব্যাপী আলোড়ন শুরু হয়।

▶ **১৭ এপ্রিল :** সাহিত্যে (১৯৮২) নোবেলজয়ী প্রখ্যাত সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ মেক্সিতো প্রয়াত হন। জন্ম ৬-৩-১৯২৭।

▶ **১৭ এপ্রিল :** মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনা ঘটে দক্ষিণ কোরিয়ায়। ৪৫৯ জন যাত্রীবাহী নৌকাটি উল্টে গেলে ৩০০ জনের সলিল সমাধি ঘটে।

▶ **১৮ এপ্রিল :** এভারেস্টের পপকর্ন ফিল্ডে তুষার ঝড়ে ১৩ জন পর্বতারোহীর মৃত্যু ঘটে। নিখোঁজ ৭ জন।

▶ **২৭ এপ্রিল :** ভারতের ৪১তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেন রাজেন্দ্র মল লোধা।

▶ **১৩ মে :** সারদা চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত যাবতীয় নথী চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চিঠি দেয় সি বি আই।

▶ **১৪ মে :** তুরস্কে এক কয়লা খনি দুর্ঘটনায় ২৩২ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। নাইজেরিয়ায় বোমা বিস্ফোরণে ৭৫ জনে মৃত্যু এবং গুরুতর আহত হন ১৪৪জন।

▶ **১৭ মে :** প্রখ্যাত অভিনেতা শ্যামল ঘোষাল (৮০) প্রয়াত হন।

▶ **১৮ মে :** কাঞ্চনজঙ্ঘার মূল শৃঙ্গ জয় করেন ছন্দা গায়েন, দীপক ঘোষ, রাজীব ভট্টচার্য এবং টুসি দাস।

▶ **১৯ মে :** আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীর পরাজয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কৃষিমন্ত্রী মলয় ঘটককে সরে যেতে বাধ্য হতে হয়।

▶ **১৯ মে :** কাঞ্চনজঙ্গা জয়ের পর বিকালে ইয়ালুংকাংয়ের সোল্ডার পয়েন্টে তুষারঝড়ের মুখে পড়ে নিখোঁজ হন ছন্দা গায়েন সহ দুই শেরপা দাওয়া ওয়াংচু এবং সিংমা টেম্বা।

▶ **২১ মে :** সিকিমে পঞ্চমবার মুখ্যমন্ত্রী হন পবন চামলিং। এইদিনই প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা আর উমানাথ (৯২) প্রয়াত হন।

▶ **২২ মে :** গুজরাটে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হন আনন্দীবেন পাটেল, বয়স ৭৩।

▶ **২৪ মে :** সাহিত্যিক সুকুমারী ভট্টচার্য প্রয়াত হন। জন্ম ১২-৭-১৯২১।

▶ **২৪ মে :** মাত্র ১৩ বছরের স্কুল ছাত্রী মালাবত পূর্ণা (অন্ধ্রপ্রদেশ) এভারেস্ট জয় করেন। সঙ্গে ১৬ বছরের সাধনাপল্লী আনন্দ কুমার।

▶ **২৫ মে :** জেসপের পর পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র গাড়ি তৈরির কারখানা উত্তরপাড়ার হিন্দুস্থান মোটরস্ বন্ধ হয়ে যায় ফলে ২৬০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে।

▶ **২৫ মে :** এভারেস্ট শৃঙ্গ পৌঁছান বাঙালি দুই পর্বতারোহী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও বিপ্লব বৈদ্য।

▶ **২৬ মে :** ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন নরেন্দ্রভাই দামোদর দাস মোদী।

▶ **২৭ মে :** উত্তর কোরিয়ায় ২৩ তলা বহুতল বাড়ি ভেঙে পড়ায় ৫০০ জনের মৃত্যু হয়, এই ঘটনায় রাষ্ট্রপ্রধান কিং জং ৪জন আর্কিটেক্টকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

▶ **২ জুন :** দেশের ২৯তম রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তেলেঙ্গনা রাজ্য। অন্ধ্রপ্রদেশের অপর অংশের নাম হল সীমান্ধ্র। তেলেঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী হন কে চন্দ্রশেখর রাও এবং সীমান্ধ্রর মুখ্যমন্ত্রী হন চন্দ্রবাবু নাইডু।

▶ **৩ জুন :** কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সদ্য মন্ত্রী গোপীনাথ মুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

▶ **৪ জুন :** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'গডজিলা' (কেপলার ১০সি) নামক একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেন। এটি পৃথিবী থেকে ৫৬০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

▶ **৬ জুন :** লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন সুমিত্রা মহাজন।

▶ **৮ জুন :** মুম্বাই শহরের ভারসোভা স্টেশন থেকে মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহান আনুষ্ঠানিকভাবে মেট্রো রেল পরিষেবার সূচনা করেন।

▶ **১৭ জুন :** দেশে প্রথম কেরোসিন মুক্ত শহরের তকমা পায় রাজধানী দিল্লি।

▶ **১৮ জুন :** ব্রিটিশ গায়নার একটি পুরাতন ডাক টিকিটের নিলামে দাম ওঠে ৯৫ লক্ষ ডলার।

▶ **২২ জুন :** সুইস ব্যাঙ্ক জানায় ভারতীয়দের কালো টাকা জমা মালিকদের তালিকা তৈরি করেছে। ভারত সরকার চাইলেই তথ্য দেবে।

▶ **২৪ জুন :** সাদ্দাম হুসেনের প্রাণদণ্ডকারী বিচারক রউফ আব্দুল রহমানকে হত্যা করে আই এস আই এস জঙ্গিরা।

▶ **৩০ জুন :** ভারত পি এস এল ভি সি ২৩ উৎক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে ৪টি দেশের (ফ্রান্স, জার্মানি, কানাডা ও সিঙ্গাপুর) ৫টি উপগ্রহকে সফলভাবে কক্ষপথে পাঠাতে সক্ষম হয়।

▶ **৩ জুলাই :** ইজরায়েল বাহিনী গাজায় বোমা বর্ষণ শুরু করে। প্রচুর হতাহত হয়।

▶ **৬ জুলাই :** তামিলনাড়ুতে ২০ ফুট উঁচু দেওয়াল ধসে ১১ জন শ্রমিক পরিবারের মৃত্যু ঘটে।

▶ **১৩ জুলাই :** সাহিত্যে (১৯৯১) নোবেলজয়ী কথাশিল্পী নাদিন গর্ডিমার মৃত্যু হয়। জন্ম ২০-১১-১৯২৩।

▶ **১৬ জুলাই :** ব্রাজিলে ষষ্ঠ ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলন থেকে ব্রিক্স ব্যাঙ্ক (নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক) তৈরি হয়। ১০,০০০ কোটি ডলারের মুদ্রা তহবিল দিয়ে তৈরি হয়। ভারত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

▶ **১৭ জুলাই :** মালয়েশিয়ায় একটি ৭৭৭ বোয়িং বিমান ভেঙে পড়লে ২৯৮ জন যাত্রীই নিহত হন।

▶ **২৪ জুলাই :** ২০তম কমনওয়েলথ গেমস্ স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগোতে শুরু হয়। ৭১টি দেশের ৪,৯৪৭ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

▶ **৩১ জুলাই :** সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্য প্রয়াত হন। জন্ম ২৩-৬-১৯৪৮ সালে।

▶ **২ আগস্ট :** চীন দেশে হিয়াংসু প্রদেশের কুনশান শহরে একটি মোটর গাড়ির চাকা তৈরি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটলে ১০০ জনের মৃত্যু, শতাধিক আহত হন।

▶ **৩ আগস্ট :** চীনের পাহাড়ি শহর ইউনাশ প্রদেশে বিধ্বংসী ভূমিকম্পে (৬.৫ রিক্টার স্কেল) ২০০০ জনের মৃত্যু এবং আহত হন কয়েক হাজার।

▶ **৯ আগস্ট :** ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালে (২০১১ সালে)র বলটি আই সি সি আয়োজিত নিলামে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ডলারে বিক্রয় হয়।

▶ **১০ আগস্ট :** ইরানে যাত্রীবাহী বিমান (এয়ার ইরান ১৪০) তেহরানে ভেঙে পড়লে ৪৮ জনের মৃত্যু ঘটে।

▶ **২৫ আগস্ট :** প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক (ভারতে 'গান্ধী' খ্যাত) রিচার্ড অ্যাটেনবরো লন্ডনে প্রয়াত হন। জন্ম ২৯-৮-১৯২০।

▶ **৩০ আগস্ট :** প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র প্রয়াত হন। জন্ম ২৭-৫-১৯২৮।

▶ **৩ সেপ্টেম্বর :** আইসল্যাণ্ডের বরদর বুঙ্গা আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে। গত ১৬-৮-১৪ থেকে পরপর কয়েকটি আগ্নেয়গিরি জাগছে।

▶ **৯ সেপ্টেম্বর :** বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফিরোজা বেগম (৮০) প্রয়াত হন।

▶ **১০ সেপ্টেম্বর :** পাকিস্তানে বন্যায় ২৫০ জনের মৃত্যু হয়, নামাজের সময় প্লাবনে ২৪ জনের মৃত্যু ঘটে।

▶ **১২ সেপ্টেম্বর :** সুপ্রিমকোর্ট ভারতের প্রতিবন্ধীদের জন্য তিন শতাংশ পদ সংরক্ষণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে।

▶ **১৪ সেপ্টেম্বর :** কমিউনিস্ট তথা কৃষকনেতা বিনয় কোঙার কলকাতায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রয়াত হন। জন্ম মেমারিতে ২৪-৪-১৯৩০ সাল। এই দিনই প্রাক্তন সি পি আই(এম) দলের প্রাক্তন সাংসদ, পি ডি এস নেতা সৈফুদ্দিন চৌধুরী দিল্লিতে প্রয়াত হন।

▶ **১৮ সেপ্টেম্বর :** স্কটল্যাণ্ড ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিনা তা স্থির করতে গণভোট নেওয়া হয়। ব্রিটেনে থাকার পক্ষে ৫৮ শতাংশ ভোট পড়ে স্কটল্যাণ্ডবাসীর।

▶ **১৯ সেপ্টেম্বর :** দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিওনে সপ্তদশ এশিয়ান গেমস শুরু হয়। ৪৫টি দেশের তিন হাজার অ্যাথলিট অংশ নেয়।

▶ **২২ সেপ্টেম্বর :** ডন ব্র্যাডম্যান ফাউন্ডেশনের সম্মানিক সদস্য হন সচিন তেন্ডুলকর ও অস্ট্রেলিয়ায় স্টিভ ওয়া।

▶ **২৪ সেপ্টেম্বর :** ভারতের মহাকাশযান 'মঙ্গলায়ন' মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করে সকাল ৭-১৫মি. উল্লেখ থাকে এই মঙ্গলায়ন যান ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর যাত্রা শুরু করেছিল।

▶ **২৯ সেপ্টেম্বর :** জাপানের আগ্নেয়গিরি মাউন্ট ওনতাকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু করে। ৩১ জনের মৃত্যু হয়। এর আগে ১৯৯১ সালে জেগেছিল।

▶ **২৯ সেপ্টেম্বর :** ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত ওয়ারেল অ্যান্ডারস কোনো শাস্তি না পেয়ে ৯২ বছরে প্রয়াত হন।

▶ **৮ অক্টোবর :** বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা আবদুল মতিন (৮৮) প্রয়াত হন।

▶ **১২ অক্টোবর :** সামুদ্রিক ঝড় 'হুদহুদ' ভাইজ্যাকে আছড়ে পড়ে। প্রচুর ক্ষতি হয়। আগে বার্তা থাকায় মৃত্যুর সংখ্যা কম।

▶ **২০ অক্টোবর :** ইন্দোনেশিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হন জোকো উদিদোদো। জন্ম ২১-৬-১৯৬১।

▶ **২৭ অক্টোবর :** ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি পদে পুর্ননির্বাচিত হন দিলমা রুসেফ। ৫২ শতাংশ ভোট পান।

▶ **২৮ অক্টোবর :** ভারত-ভিয়েতনাম ৭টি চুক্তি হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করে।

▶ **২৮ অক্টোবর :** রাশিয়ার ঘড়ি এক ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়।

▶ **২৯ অক্টোবর :** কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে বিদেশে টাকা জমা আছে এমন ৬২৭ জনের নামের তালিকা জমা দেয়।

▶ **৩০ অক্টোবর :** প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় সুইডেন।

▶ **৩০ অক্টোবর :** শ্রীলঙ্কায় ভূমিধসে ২০০ জনের মৃত্যু এবং ১৯২ জন নিখোঁজ হন। সবাই প্রায় চাবাগানের শ্রমিক।

▶ **৩১ অক্টোবর :** মহারাষ্ট্রে প্রথম বিজেপি দলের নেতৃত্বে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন দেবেন্দ্র ফরন বিশ। এই দিনই কেন্দ্রীয় সরকার সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মদিনটি রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসাবে পালনের আহ্বান জানায়।

▶ **১২ নভেম্বর :** মহাভারত খ্যাত পরিচালক রবি চোপড়া প্রয়াত হন।

▶ **১৩ নভেম্বর :** জানা যায় জীবিত পৃথিবীর প্রবীণ দম্পতি হলেন চীনের পিং মুহুর (১০৯) এবং স্ত্রী ঝাং শিনিউ (১০৮)।

▶ **১৩ নভেম্বর :** শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে ভারতের ক্রিকেটার রোহিত শর্মা পর পর ২ টি দ্বিশত রান(২৬৪) করে বিশ্ব রেকর্ড করেন।

▶ **১৯ নভেম্বর :** ৫জন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ভারতীয় মৎস্যজীবীকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হয় জাফনার কারাগার থেকে। ৩০-১১-২০১১ এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

▶ **২৭ নভেম্বর :** চির নিদ্রায় চলে গেলেন প্রখ্যাত ক্রিকেটার ফিল হিউজ। ২৫ নভেম্বর ক্রিকেট খেলার সময় বাউন্সারের বল লাগে তার মাথায়। সিডনি হাসপাতালে মারা যান এদিন।

▶ **২ ডিসেম্বর :** কমিউনিস্ট তথা কৃষক নেতা সমর বাওরা (৭০) প্রয়াত হন।

▶ **৮ ডিসেম্বর :** চল্লিশবছর বর প্রাক্তন রেলমন্ত্রী ললিত নারায়ণ মিশ্রের হত্যার দায়ে নিত আনন্দঝার্গী এবং এক আইনজীবীকে সাব্যস্ত করে দিল্লি হাইকোর্ট।

▶ **৯ ডিসেম্বর :** বিশ্ববরণ্যে কমিউনিস্টনেতা ফিদেল কাস্ত্রোকে কনফুসিয়াস শান্তি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে চীন।

▶ **১০ ডিসেম্বর :** এ বছর শান্তিতে নোবেল পেলেন ভারতের কৈলাশ সত্যার্থী এবং পাকিস্তানের মালালা ইউসফজাই।

▶ **১২ ডিসেম্বর :** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেভিওয়েট মন্ত্রী তৃণমূল নেতা মদন মিত্রকে সারদা কেলেঙ্কারির জেরে গ্রেপ্তার করে সি বি আই।

▶ **১৩ ডিসেম্বর :** ১৯০টি দেশের প্রতিনিধিরা দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর লিমায় শহরে মিলিত হয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ণের লাগাম দিতে ২০১৫ সালে ৩১ মার্চের মধ্যে আরও কঠোর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

▶ **১৪ ডিসেম্বর :** ইন্দোনেশিয়ার জাভায় কাদা ধসে ৩২ জনের মৃত্যু এবং বহু মানুষ নিখোঁজ হন। এই দিনই জয়পুরে গ্যাস দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু ঘটে।

▶ **১৪ ডিসেম্বর :** মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রবীণ নেতা অনিরুদ্ধ জগন্নাথ।

▶ **১৫ ডিসেম্বর :** লন্ডনে বিশ্বসুন্দরী খেতাব জিতে নেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক্তার ছাত্রী ২২ বছরের রোলেন স্ট্রস।

▶ **১৫ ডিসেম্বর :** এক বন্দুকবাজেরহাতে আটক থাকার পর সিডনির এক রেস্তোরা থেকে মুক্তি পায় পনবন্দীরা।

▶ **১৬ ডিসেম্বর :** পেশোয়ারে আর্মি পাবলিক স্কুলে জঙ্গী হামলায় নিহত হয় ১৪১ জন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক। বেসরকারি মতে মৃত্যু ২০০ ছাড়িয়ে যায়।

▶ **১৮ ডিসেম্বর :** মাথা নোয়ায় ওয়াশিংটন। কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে সম্মত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

▶ **২০ ডিসেম্বর :** আই এস এলে (ফুটবল) কলকাতা চ্যাম্পিয়ন হয়। অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতা (১) এবং কেরালা ব্লাস্টার্স (০)।

▶ **২৪ ডিসেম্বর :** অসমের শোনিতপুর, কোকরাঝাড় এবং চিরাং জেলার ৫টি জায়গায় এন ডি এফ বি (সংবিজিত) গোষ্ঠীর ধারাবাহিক হামলায় মৃত্যু হয় ৬৫জনের। বে-জান্তব উন্মত্ততায় একের পর এক আদিবাসী গ্রামে এই হামলা চালানো হয়।

শিক্ষা-সংকোচন : ডি এস পি কর্তৃপক্ষের তুঘলকি সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২০ ডিসেম্বর : বিপন্ন হয়ে পড়েছে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পরিচালিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলি। দুর্গাপুর তো বটেই, একসময় সারা রাজ্যের অন্যতম সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি করছে ডি এস পি-র স্কুলগুলি। রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার আইনি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকে কেবলমাত্র কারাখানার শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততি নয়, আশপাশের গ্রামসহ সহ শিল্পাঞ্চলের বহু ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের ঠিকানা ছিল ডি এস পি-র স্কুলগুলি। ৬০-এর দশকে ১০টি উচ্চবিদ্যালয়, ১৯টি প্রাথমিক ও ১০ অঙ্কুর বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করতো। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছাড়ায় ৯৬০০। কিন্তু বর্তমানে স্কুলগুলি ছাত্র-ছাত্রীর অভবে বন্ধ হতে শুরু করে। পাল্লা দিয়ে ডিএসপি কর্তৃপক্ষ শিক্ষাখাতে ব্যয় ক্রমশ কমাতে থাকে। নতুন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। কিছু প্যারা-টিচার নিয়োগ করা হলেও, অত্যন্ত কম বেতনের জন্য অধিকাংশ প্যারা-টিচার কাজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। ডি এস পি-এর শিক্ষা বিভাগের সাম্প্রতিক একতরফা তুঘলকি সিদ্ধান্তে বিপদে পড়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা।

স্বীকৃতি প্রাপ্ত ইউনিয়নগুলির সাথে কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই একতরফাভাবে স্কুল-এর ফী ৮২ গুণ বৃদ্ধি করেছে। মাধ্যমিকে ২০১৪-১৫ সালে রেজিস্ট্রেশন হলেও, আকবর গার্লস স্কুলটি স্থানান্তরের নামে বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে অভিভাবকরা স্থানীয় এ ডি আই-এর কাছে অভিযোগ জানালেও, তিনি দায় এড়িয়ে যান। রাজ্য প্রশাসনের কাছে বিপন্ন ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য ছুটে গেলেও এখন পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে আজ হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে ডি এস পি-র এডুকেশন বিভাগে বিক্ষোভ-প্রদর্শন ও কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে অস্বাভাবিক ফী বৃদ্ধি ও স্থানান্তরের নামে স্কুল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বিক্ষোভে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা যোগাদান করেন।

পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পেপার দিল এস এফ আই

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৩ ডিসেম্বর : দুস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে টেস্ট পেপার তুলে দিলো এস. এফ. আই পূর্বস্থলী আঞ্চলিক কমিটি। এদিন সমুদ্রগড়ে গণেশচন্দ্র কর্মকার তাঁত কাপড়ের হাটে এক অনুষ্ঠানে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় টেস্ট পেপার। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি সুদেব দাস, সঞ্চালনা করেন সীতানাথ বসাক। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে, শিক্ষক নেতা প্রদীপ সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেসন করেন প্রবীণ লোকশিল্পী নৃপেন সূত্রধর ও পরিমল হালদার।

ব্রাহ্মণী নদী ও সেতু সংস্কারের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ ডিসেম্বর : বর্ধমান জেলার ছোটনদীগুলির মধ্যে অন্যতম ব্রাহ্মণী নদী। কাটোয়া পুর্বস্থলী দিয়ে প্রবাহিত নদীটি আজ মজে গেছে। বর্ষাকাল ছাড়া নদীর স্রোতও থাকে না আর। অথচ আগে এই নদীই ছিল এই এলাকার পরিবহনের মাধ্যম। আমুল, ঘুমুর, মহাদেবপুর, জয়কৃষ্ণপুর, হরিশপুর, পাঁচপাড়া সহ দশ-বারোটি গ্রামের প্রাণ ছিল এই ব্রাহ্মণী নদী। এই নদীর উপর মহাদেবপুর ও আমুলের মাঝখানে তৈরি হয়েছে একটি ব্রিজ। কিন্তু সংস্কারের অভাবে সেই সেতুও আজ ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। এলাকাবাসীর দাবি অতি শীঘ্র এই সেতু ও নদীর সংস্কার করতে হবে। তারা এই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে এলাকাবাসীর।

সুবর্ণজয়ন্তী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ ডিসেম্বর : ১৯৬৪ সালে পূর্বস্থলীর মহাদেবপুর গ্রামে গড়ে উঠেছিল বিদ্যালয়টি। প্রত্যন্ত এলাকায় দশ-বারোটি গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করে এই মহাদেবপুর উচ্চবিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী পালন হলো। ২৩ ডিসেম্বর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক সহ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রাক্তন ছাত্র বদরুল হাসান মণ্ডল পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন বিদ্যালয়কে। প্রধান শিক্ষক ফটিকচন্দ্র চৌধুরী সকলকে স্বাগত জানান। সানঘোষপাড়া থেকে মহাদেবপুর ২ কিমি রাস্তার উন্নতির জন্য মন্ত্রীর কাছে ছাত্রছাত্রীরা দাবি করেন।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২১ ডিসেম্বর : সি পি আই(এম)-এর মেমারি-১ উত্তর আঞ্চলিক কমিটির অন্তর্গত বাগিলা শাখার কালিপদ ওঁরাং (৫৪)-এর জীবনাবসান হয় ২০

ডিসেম্বর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। কালিপদ ওঁরাং কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সি পি আই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। ওঁরাং-এর মৃত্যুসংবাদ শুনে তাঁর বাসভবনে গিয়ে মরদেহে মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান মেমারি-১ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক দেবাশিস ঘোষ। সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কালিপদ ওঁরাং-এর দুই পুত্র, এক কন্যা ও স্ত্রী বর্তমান।

তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ ডিসেম্বর : তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলো শাসক দলেরই সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের জামালপুরের চকদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের মোট ২২ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জন তৃণমূল সদস্য, আর বাকি ৩ জন সি পি আই(এম) সদস্য। গত ১২ ডিসেম্বর ১৩ জন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য জামালপুর বিডিও অফিসে প্রধান সুমিতা বাস্কের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অনাস্থার কথা জানায়। এরপরেই তৃণমূলের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। কয়েকজন সদস্য দাবি করে, বিডিওর কাছে লিখিত অনাস্থায় তারা সই করেনি। অন্যদিকে স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল নেতা প্রধান সুমিতা বাস্কেকে পদত্যাগ করার জন্য হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। ঝামেলার সূত্রপাত, কাজের টেণ্ডার দেওয়াকে কেন্দ্র করে। জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ পাল গোটা বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে অস্বীকার করে। মূলত তার বিরুদ্ধেই প্রধানকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

কালনা-কাটোয়া রোডের বেহাল দশা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ ডিসেম্বর : কালনা-কাটোয়া যোগাযোগকারী প্রধান সড়ক হল এস. টি কে কে রোড। বর্ষায় নিকাশী বা নয়ানজুলির অপরিস্কার থাকার কারণে কমবেশি সব সড়কই বেহাল হয়ে ওঠে। অতিবৃষ্টিতে খানাখন্দ ভড়ে ওঠে। কিন্তু শীতে জল-কাদায় বেহাল দশা হয়েছে এস.টি.কে.কে রোডের কালনা বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে। মরশুম বদলালেও দশা বদলায়নি এই সড়কটির। বারে বারে আন্দোলন হলেও পুর কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সমর কুরি, পিতা প্রয়াত নারায়ণ কুরি, উদয়পল্লী, পোঃ - কাঞ্চননগর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ১৭ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম DIPPAYAN KURI (দীপ্পায়ন কুরি) যা রেশনকার্ড ও জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত DWIPAYAN KURI নথিভুক্ত হয়েছে। DWIPAYAN KURI এবং DIPPAYAN KURI , পিতা - সমর কুড়ি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি আনন্দ মোহন সরকার, পিতা প্রয়াত মনিন্দ সরকার, গ্রাম - ফতেপুর, পোঃ - নলে, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১২ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম আনন্দ মোহন সরকার কিন্তু ভোটার পরিচয়পত্রে ও ব্যাঙ্ক পাশবই, রেশনকার্ড-এ ভুলবশত আনন্দময় ঘোষ ও আনন্দচরন ঘোষ নথিভুক্ত হয়েছে। আনন্দ ঘোষ, পিতা প্রয়াত মনিন্দ ঘোষ ও আনন্দ মোহন সরকার, পিতা প্রয়াত মনিন্দ সরকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর; ২। ১৭৭০ সালের ২৩ ডিসেম্বর, মৃত্যু ২৬-৩-১৮২৭; ৩। ১৯৪৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর, জন্ম ৩০-১২-১৮৮৪; ৪। ১৫২৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর কোচিন শহরে, ২০-৫-১৪৯৮ ভারতের কালিকটে; ৫। ১৮৯৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর; ৬। ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর, কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদক মণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ৭। ১৮৯২ সালের ২৬ ডিসেম্বর, বিবেক শিলা; ৮। ১৮৯৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর, মৃত্যু ৯-৯-১৯৭৬; ৯। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর; ১০। ১৭৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর, মৃত্যু ১৫-২-১৮৬৯; ১১। ১৯৪০ সালের ১৩ মার্চ, ১৮৯৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর, শহিদ হন ১৯৪০ সালের ৩০ জুলাই; ১২। ১৭৬০ সালের ২৯ ডিসেম্বর, ৫০০ জন, মাত্র ১১ জন।

KASHMIR FASHION SHAWL

The Best & only one in Burdwan Town
The fashion of new style
(Regd. by Ministry of Textile Govt. of India)
Regn. no - JKSRK00116

Prop. - Majd Bhai Govt. Awarded Artisan is known to you more than 30 years in Burdwan town. This Concern is full of original Kashmiri Hand made Pasmina and Semi pasmina Shawl & other New attractive winter dresses for Gents & Ladies. It is requested to you Please check and use these for a time and certify me with your satisfaction.

Address : B.C. Road, Raniganj Bazar Choumatha more, near Bichitra Cinema, Burdwan

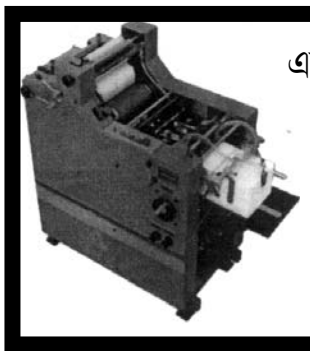

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

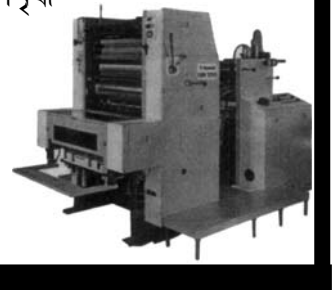

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা